



শেখ হাসিনাই মুপকার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উপহার

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেবেল-৮)
৩৭/৩/এ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

স্মারক নং পসব্য/প্রকা/প্রশা-১৪০/২০২৩-২৪/ ১১৭৬

তারিখঃ ০৪/০৯/২০২৩ খ্রিঃ

বিভাগীয় প্রধান/জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/শাখা ব্যবস্থাপক
প্রধান কার্যালয়/ জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়/সকল শাখা
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

বিষয়: পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা, ২০২৩ জারী করা প্রসঙ্গে।

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের ১৭/০৫/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯২তম সভায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ নীতিমালা অনুমোদন করা হয়। উক্ত নীতিমালা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্বারা জারী করা হলো।

(শেখ মোঃ জামিনুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

E-mail: md@pallisanchaybank.gov.bd

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :-

- ০১। স্টাফ অফিসার টু চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০২। স্টাফ অফিসার টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। স্টাফ অফিসার টু মহাব্যবস্থাপক (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৪। প্রোগ্রামার, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
- ০৫। অফিস নথি/মহানথি।



পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মচারীর গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা, ২০২৩

ব্যাংকের কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য সিলিংসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রাপ্য সিলিং (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫	প্রযোজ্য সিলিং (লক্ষ টাকায়)		
		ঢাকা মেট্রোপলিটন, রাজউক অনুমোদিত, সাভার পৌর এলাকা, পুরাতন জেলা শহর, সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন আবাসিক প্রকল্প	নতুন জেলা সদর/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড	থানা সদর/পৌর এলাকা এবং থানা সদর/পৌর এলাকার বাইরে নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন এলাকা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
(১)	গ্রেড ৫ ও তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী	৮৫.০০	৭৫.০০	৬৫.০০
(২)	গ্রেড নং ৬ হতে ৯ এর কর্মচারী	৮০.০০	৬৫.০০	৬০.০০
(৩)	গ্রেড নং ১০ এর কর্মচারী	৬৫.০০	৬০.০০	৫৫.০০
(৪)	গ্রেড নং ১১ এর কর্মচারী	৫৮.০০	৫২.০০	৫০.০০
(৫)	গ্রেড নং ১২ ও ১৩ এর কর্মচারী	৫০.০০	৪৫.০০	৪২.০০
(৬)	গ্রেড নং ১৪ হতে ১৭ এর কর্মচারী	৪৫.০০	৩৭.০০	৩৫.০০
(৭)	গ্রেড নং ১৮ হতে ২০ এর কর্মচারী	৩৫.০০	৩০.০০	২৮.০০

০২। উপরোক্ত সিলিং প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবেঃ-

- অগ্রিমের পরিমাণ, জমির প্রকৃত মূল্যসহ নির্মাণ খরচ বা তৈরী বাড়ী/প্ল্যাট ক্রয় বা ব্যাংক অগ্রিমে নির্মিত বাড়ী সম্প্রসারণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় এবং প্রাপ্য সিলিং এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম তাহার অধিক হইবে না।
- জমি বা বাড়ীর ক্রয় মূল্য বা বাড়ী নির্মাণের খরচ প্রাক্কলনে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং অগ্রিম গ্রহীতা তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।
- ছক-১ মোতাবেক গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের আবেদন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ প্রত্যেক বৎসরের জুলাই, ০১ হইতে আগষ্ট, ৩১ এর মধ্যে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের দপ্তরে পৌছাইতে হইবে।
- মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষ যে কোন অগ্রিম মঞ্জুরীর পরিমাণ কমাইতে বা আবেদন বাতিল করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

০৩। সিলিং নির্ধারণ পদ্ধতিঃ

একজন কর্মচারীর বর্তমান মূল বেতনের সহিত তাহার চাকুরীর মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট যোগ করিয়া প্রাপ্ত মূল বেতনকে মোট চাকুরীর মেয়াদকাল এবং উক্ত মেয়াদকালকে ০২ (দুই) দ্বারা গুণ করিয়া গ্র্যাচুইটি নির্ধারণ করিতে হইবে এবং নিজস্ব প্রদত্ত ও ব্যাংক প্রদত্ত ভবিষ্য তহবিলের বর্তমান স্থিতির সহিত জমাতব্য টাকা ও উহার সুদ যোগ করিয়া চাকুরীর মেয়াদপূর্তি সময়ের আনুমানিক স্থিতির সমন্বয়ে সর্বোচ্চ অগ্রিম সীমা (এম,সি,এল) নির্ধারণ করিতে হইবে।

উদাহরণঃ

- গ্র্যাচুইটি/আনুতোষিক
(চাকুরীর দৈর্ঘ্য ৩০ বছর বিবেচনা করিয়া) = $১৮৭৫০ \times ৩০ \times ২ = ১১,২৫,০০০/-$
 - ভবিষ্য তহবিলের স্থিতি = $৮,৭০,০০০ \times ২ = ১৭,৪০,০০০/-$
- মোটঃ = $২৮,৬৫,০০০/-$

(গ) গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সর্বোচ্চ সীমা নিম্নোক্ত দুইভাবে নির্ধারণ করা যাইতে পারেঃ

০১. পি,এফসহ সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ; এবং
০২. পি, এফ ব্যতীত সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ।

এইক্ষেত্রে আবেদনকারী তাহার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন পদ্ধতিতে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন। সর্বোচ্চ সিলিং সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই টেক-হোম-পে কমপক্ষে মূল বেতনের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) থাকিতে হইবে। টেক-হোম-পে বলিতে কোন কর্মচারীর গ্রস পে হইতে ভবিষ্য তহবিলের নিজস্ব চাঁদা, বদান্য তহবিলের চাঁদা এবং ব্যাংক হইতে গৃহীত অন্যান্য ঋণ/অগ্রিম যেমন গৃহ নির্মাণ অগ্রিম, ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম, মোটর সাইকেল/ বাই-সাইকেল এবং অন্যান্য যাবতীয় ঋণ/অগ্রিমের মাসিক কিস্তি কর্তৃকের পর প্রকৃত উত্তোলনযোগ্য বেতনকে বুঝাইবে। যাহারা পি, এফসহ সর্বোচ্চ সিলিং সুবিধা গ্রহণ করিবেন, তাহাদেরকে লিখিত আবেদনের সাথে ছক-৫ পূরণ করিয়া জমা দিতে হইবে।

০৪। অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

১. আবেদনকারীকে ব্যাংকের স্থায়ী পদের কর্মচারী হইতে হইবে এবং অত্র ব্যাংকে তাহার চাকুরীকাল কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর হইতে হইবে। তবে প্রারম্ভিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে চাকরির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিভিন্ন পদে যোগদানকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সময়কাল চাকরিকাল হিসেবে বিবেচিত হইবে।
২. বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মামলায় অভিযুক্ত কোন কর্মচারী অভিযোগ অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় এই অগ্রিম পাইবার অধিকারী হইবেন না। অভিযোগ অনিষ্পন্ন বা বিভাগীয় মোকদ্দমা অনিষ্পন্ন বলিতে শুধুমাত্র অভিযোগনামা বা চার্জশীট জারীর তারিখ হইতে রায় ঘোষণা পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে।
৩. স্বামী, স্ত্রী উভয়েই ব্যাংকে কর্মরত থাকিলে তাহাদের যেকোন একজন গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রাপ্য হইবেন।
৪. যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোন একজন প্রাপ্য সিলিং এর আংশিক অগ্রিম গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করেন তবে যিনি জীবিত থাকিবেন প্রচলিত আইনগত বিধিবিধান পরিপালন সাপেক্ষে তিনি তাহার প্রাপ্য সিলিং অনুযায়ী অবশিষ্ট অগ্রিম মঞ্জুরী পাইবেন। অবশিষ্ট অগ্রিম বলিতে জীবিত কর্মচারীর প্রাপ্য সিলিং হইতে মৃত কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত অগ্রিম বিয়োজনের পর অবশিষ্ট টাকাকে বুঝাইবে। এইক্ষেত্রে ক্রয়কৃত জমির মালিকানা/নির্মাণাধীন বাড়ীর মালিকানা/ ফ্ল্যাটের মালিকানা স্বত্ব তাহার অনুকূলে থাকিতে হইবে।
৫. স্বামী/স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যিনি অগ্রিম গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মৃত্যুবরণ করিলে তাহার সমুদয় অগ্রিম যদি সুদাসলে ব্যাংকে পরিশোধ হয় তবে যিনি জীবিত আছেন তাহাকে তাহার প্রাপ্য সিলিং মঞ্জুর করা যাইবে।
৬. কোন কর্মচারীকে একাধিক বাড়ী নির্মাণ বা বাড়ী ক্রয়ের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না।
৭. ব্যাংকের চাকুরীতে চুক্তিভিত্তিক/খন্ডকালীন/লিয়েনে/প্রেষণে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি এই অগ্রিম পাইবার যোগ্য হইবেন না।
৮. গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহীতাগণ প্রয়োজনে ভবিষ্য তহবিলের বিপরীতে অগ্রিম গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে, অবশ্যই তাহা অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যাইবার পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে। মাসিক বেতন উত্তোলন (Take home pay) মূল বেতনের ১/৩ অংশ না থাকিলে কোন প্রকার অগ্রিম মঞ্জুরী প্রদান করা যাইবে না।
৯. অবসরকালীন দায়-দেনার চূড়ান্ত হিসাবায়নের সময় যদি দেখা যায় যে, আনুতোষিকের টাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর গৃহ নির্মাণ অগ্রিম পর্যাপ্তভাবে আবৃত হয় তবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণকালে সমর্পিত ভবিষ্য তহবিলের টাকা ছাড় করা যাইবে।
১০. গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের আবেদনপত্র দাখিলের পর পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পূর্ব পদের জ্যেষ্ঠতা ও সিলিং অনুযায়ী পূর্ব পদের বাজেট হইতে খাত নির্বিশেষে (যথা - জমি ক্রয়, বাড়ীর অসম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য, ফ্ল্যাট ক্রয়, তৈরী বাড়ী ক্রয়ের জন্য) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। এই সুবিধা যেই অর্থ বৎসর পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইবেন সেই বৎসর এবং পরবর্তী বৎসর এবং সমগ্র চাকুরী জীবনে একবার বিবেচনা করা যাইবে।
১১. একজন কর্মচারী পিআরএল-এ গমনের ১ বছর পূর্ব পর্যন্ত গৃহনির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা থাকিবে।
১২. ব্যাংকের বাৎসরিক মোট বরাদ্দকৃত গৃহনির্মাণ অগ্রিম এর বাজেট গ্রেড ভিত্তিক বন্টন করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রেডের প্রাপ্ত আবেদন জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে বিবেচনা করা হইবে।
১৩. এ ব্যাংকে মহাব্যবস্থাপক/তদূর্ধ্ব পদে বদলীকৃত কর্মচারীগণ এবং এ ব্যাংক থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে বদলীকৃত কর্মচারীগণের অনুকূলে গৃহনির্মাণ ঋণ মঞ্জুর করা যাইবে।
১৪. কোন কর্মচারী এ ব্যাংকের বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত থাকিলে তিনি এ ব্যাংক হতে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হইবেন।
১৫. আবেদনকারীর বয়স ৩০ ও তদূর্ধ্ব হইতে হইবে।
১৬. পারফরমেন্সের ভিত্তিতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিবেচনা করা হইবে।

০৫। (ক) জমি ক্রয় ও বাড়ী নির্মাণঃ

- ১) গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক বিভাগীয় শহর, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, টঙ্গী ও সাভার পৌরসভা/রাজউক অনুমোদিত এলাকার জন্য প্রথম দফায় প্রাপ্য সিলিং-এর ৫০% এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৪০% মঞ্জুর করা যাইবে। দ্বিতীয় দফায় নির্মাণ খাতে অবশিষ্ট প্রাপ্য সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাইবে। কেহ প্রাপ্য সিলিং অপেক্ষা কম অগ্রিম গ্রহণ করিতে চাহিলে আবেদনকৃত অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।
২. অগ্রিমের আওতায় বাড়ী সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্য সিলিং হইতে পূর্বে গৃহীত অগ্রিম বাদ দিয়া অবশিষ্ট প্রাপ্য সিলিং মঞ্জুর করা যাইবে।
৩. নিজস্ব উদ্যোগে ক্রয়কৃত / প্রাপ্ত জমিতে বাড়ী নির্মাণের জন্য প্রাপ্য সিলিং অনুসারে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। এইক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজন হইলে প্রকৃত প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমপরিমাণ টাকা প্রথম দফায় মঞ্জুর করা যাইবে। তবে এলাকা নির্বিশেষে তাহা প্রাপ্য সিলিংয়ের ৪০% এর অধিক হইবে না। পরবর্তী দফায় সদ্যবহার নিশ্চিত করিয়া নির্মাণ কাজের জন্য প্রাপ্য অবশিষ্ট সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাইবে। ইহাছাড়া নির্মাণ উপযোগী জমিতে নির্মাণ কাজ করিবার জন্য প্রাপ্য সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাইবে।
৪. কর্মচারীর অগ্রিম মঞ্জুরী প্রাপ্তির প্রাথমিক যোগ্যতা হিসাবে অবশ্যই তাহাকে তাহার নিজস্ব পদের কর্মচারীগণের সহিত জ্যেষ্ঠতা অর্জন করিতে হইবে।
৫. জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সিলিং অনুযায়ী অগ্রিম মঞ্জুর প্রদান করিয়া সম্পদ সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত হইতে হইবে।
৬. জমি ক্রয় ও নির্মাণ খাতে সিলিং বর্ধিত হইলে বর্ধিত সিলিং এর সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(খ) তৈরী বাড়ী / ফ্ল্যাট ক্রয়ঃ

১. তৈরী বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম দফায় বায়না করিবার জন্য ৫(ক)(১) নং উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।
২. নিজস্ব উদ্যোগে বায়না সম্পাদিত হইলে প্রাপ্য সিলিং অনুসারে এককালীন অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।
৩. তৈরী বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি পত্র/বায়না নামায় যে সকল সুযোগ/সুবিধা (মোজাইক/ফিটিংস ইত্যাদির বিবরণ) উল্লেখ থাকিবে তৈরী বাড়ী/ ফ্ল্যাট হস্তান্তরের সময় তাহা বিদ্যমান থাকিতে হইবে। অগ্রিম মঞ্জুরীর পূর্বে সদ্যবহার যাচাই কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে তৈরী বাড়ী/ফ্ল্যাট পরিদর্শনপূর্বক নির্মাণের ধরণসহ প্রতিবেদন সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রতিবেদনে তৈরী বাড়ী/ফ্ল্যাটের মূল্য সম্পর্কেও তথ্য থাকিতে হইবে।
৪. বহুতল অনুমোদিত ভিত্তি (ফাউন্ডেশন)সহ ক্রয়কৃত তৈরী বাড়ী সম্প্রসারণের সুযোগ থাকিলে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বাড়ীর নির্মাণকাল, বর্তমান নির্মাণ ধরণ ইত্যাদি বিষয়ে সদ্যবহার যাচাই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুমোদিত নকশা অনুসারে একাধিক তলা (ফ্লোর) নির্মাণের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।
৫. গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সিলিং অবশিষ্ট থাকিলে সেই সিলিং এর অবশিষ্টাংশ দিয়া অতিরিক্ত একটি ফ্ল্যাট ক্রয়পূর্বক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য অগ্রিম মঞ্জুরী দেওয়া যাইবে না।

(গ) গুপ অগ্রিমের আওতায় গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরীঃ

মেট্রোপলিটন শহর, প্রশাসনিক বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরে গুপ ভিত্তিক জমি ক্রয় ও বাড়ী নির্মাণের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবেঃ

১. গুপের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন হইতে সর্বাধিক ১০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।
২. মেট্রোপলিটন শহর, প্রশাসনিক বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরের অনুমোদিত আবাসিক এলাকায় গুপ ভিত্তিক ফ্ল্যাট বাড়ী নির্মাণের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। তবে, ফ্ল্যাটের জন্য প্রস্তাবিত এলাকায় যাতায়াতের জন্য গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত প্রশস্ত সড়ক থাকিতে হইবে।
৩. সমজ্যেষ্ঠ/জ্যেষ্ঠতা অনুসারে অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য কর্মচারীর সমন্বয়ে গুপ গঠন করিতে হইবে। অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য নয় এমন সদস্য নিয়া গুপ গঠন করিলে গুপ অগ্রিম মঞ্জুরীর কোন সুযোগ থাকিবে না।
৪. গুপের সদস্যদের মধ্যে ফ্লোর বন্টনের বিষয়ে নির্ধারিত স্ট্যাম্প চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে যাহার আইনগত গ্রহণযোগ্যতা থাকিতে হইবে। ব্যাংকের কাছে জমি বন্ধক প্রদানের সময় এই চুক্তির কপি প্রদান করিতে হইবে।
৫. একাধিক গুপ অগ্রিমের জন্য আবেদন করিলে গুপভুক্ত কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অগ্রিম বিবেচনা করা হইবে।
৬. গুপের সদস্যগণকে স্বশ্রমে জমি ক্রয় করিয়া ব্যাংকের কাছে বন্ধক প্রদান করিতে হইবে। গুপের সদস্যদের নিজ উদ্যোগে ক্রয়কৃত জমিতে ফ্ল্যাট তৈরীর জন্য বর্নিত নিয়মাচারের আলোকে অগ্রিমের আবেদন করিতে হইবে।

৭. জমি বন্ধক প্রদান করিবার পর মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম গ্রুপের সদস্যদের যথাসম্ভব সমান হারে বিতরণ করিতে হইবে। এই অগ্রিম বিতরণের জন্য প্রাক্কলন অনুযায়ী কিস্তি নির্ধারণপূর্বক কিস্তির সংখ্যা ও প্রতি কিস্তির টাকার অংক মঞ্জুরীপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে।
৮. নির্মাণ অগ্রিম বিতরণের পূর্বে প্রস্তাবিত বাড়ী/ ফ্ল্যাটের ডিজাইন ও প্লান কোন অনুমোদিত প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠান/ স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান বা প্রকৌশলী/স্থাপত্যবিদকে দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। এই প্লান রাজউকের আওতাধীন এলাকার জন্য রাজউক ও রাজউক এর বহির্ভূত এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সহকারে ব্যাংকে জমা দিতে হইবে।
৯. গ্রুপ অগ্রিমের আওতায় নির্মিতব্য ইমারতের বহির্ভাগের অনুমোদিত ডিজাইন অক্ষুন্ন রাখিয়া ফ্লোরের অভ্যন্তরে স্ব স্ব পছন্দ অনুসারে উপকরণ/ফিটিংস ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইবে।
১০. গ্রুপের সদস্য সংখ্যা নির্বিশেষে ন্যূনতম জমির পরিমাণ ২.৫০ কাঠা হইতে হইবে।
১১. গ্রুপের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা অনিষ্পন্ন থাকিলে ঐ সদস্যকে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না। এই ক্ষেত্রে অগ্রিম মঞ্জুরীর পূর্বে গ্রুপের ঐ সদস্যের পরিবর্তে আগ্রহী অন্য কোন কর্মচারীকে পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অগ্রিমের আবেদন করা যাইবে।
১২. অগ্রিম পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রুপের সকল সদস্যগণ নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে দায়ী থাকিবেন। নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর অগ্রিম পরিশোধের বিষয়ে গ্রুপের সদস্যগণ এককভাবে/ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।
১৩. নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে গ্রুপের কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত সদস্যের পরিবার অনীহা প্রকাশ করিলে তাহার পরিবর্তে অগ্রিমের দায়সহ নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। তবে অগ্রিম গ্রহীতার পরিবার গ্রুপে থাকিতে ইচ্ছুক হইলে থাকিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিবার প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট অর্থ নিজস্ব উৎস হইতে বহন করিতে হইবে।
১৪. ইহা ছাড়া গ্রুপ অগ্রিমের ক্ষেত্রে ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের অন্যান্য শর্তাবলী যথারীতি প্রযোজ্য হইবে।

০৬।

অগ্রিমের নিরাপত্তাঃ

১. একক/গ্রুপভিত্তিক জমি ক্রয় ও ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বায়না সম্পাদনের জন্য মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকী দলিল সম্পাদনের পূর্বে বিতরণ করার ক্ষেত্রে অন্তবর্তীকালীন নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অগ্রিম গ্রহীতার পদমর্যাদা বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার বা এক গ্রেড নীচের একজন ব্যাংক কর্মচারীর নিকট হইতে যথাযথ মূল্যমানের ষ্ট্যাম্পের উপর ছক-৬ মোতাবেক জামিননামা সম্পাদন করিতে হইবে। তৈরী বাড়ী বা ফ্ল্যাট ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পাদন না করা পর্যন্ত উক্ত জামিন বহাল থাকিবে। এইক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, দুইজন অগ্রিম গ্রহীতা পরস্পরের জামিনদার হইতে পারিবেন না এবং একটি জামিন বহাল থাকাবস্থায় অন্য কোন অগ্রিমের জন্য জামিনদার হওয়া যাইবে না। প্রাপ্ত অগ্রিমের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যগণকে পৃথক পৃথকভাবে অন্তবর্তীকালীন নিশ্চয়তানামা দাখিল করিতে হইবে।
২. ক) তৈরী বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয় দলিল সম্পাদনের পর তৈরী বাড়ী/ফ্ল্যাট বিক্রয়ের নিকট হইতে প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ গ্রহণ পূর্বক পেমেণ্ট অর্ডার হস্তান্তর করিবেন। তিনি সাব কবলা দলিলের রসিদ ও পেমেণ্ট অর্ডার হস্তান্তরের প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের নথিতে সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিবেন।
- খ) অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মচারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ডিমাল্ড প্রমিজরি নোট, ডেলিভারি লেটার এবং লেটার অব কন্টিনিউট ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।
৩. জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ী ক্রয় এবং নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম দফায় অগ্রিম যাহাই মঞ্জুর করা হউক না কেন উহার সমপরিমাণ টাকার জন্য ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধনকৃত বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিতে হইবে এবং ঋণ গ্রহীতাকে/বন্ধকদাতাকে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যাপারে রেজিস্ট্রি ও অপ্রত্যাহারযোগ্য আম-মোক্তারনামা দলিল সম্পাদন করতে হবে। তবে বন্ধকী দলিলে যে মূল্য উল্লেখ করা হইবে তাহা মোট সিলিং এর ৩৫% এর অধিক হইবে না। তফসিল অপরিবর্তিত থাকিলে নিবন্ধনকৃত দলিল একবার সম্পাদন হইলে পুনরায় আর ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধনকৃত দলিল সম্পাদনের প্রয়োজন নাই। পরবর্তীতে সকল মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সমবন্ধকী দলিল সম্পাদন করিতে হইবে। গ্রুপ অগ্রিমের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যগণকে পৃথক পৃথকভাবে ছক-৫ মোতাবেক বন্ধকী দলিল, ছক-০৪ মোতাবেক সম-বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিতে হইবে। ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকী দলিলের খরচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বহন করিতে হইবে। অগ্রিম গ্রহীতাগণ ইচ্ছা করিলে মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ টাকার উপর বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ টাকার উপর বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিতে যেই টাকা খরচ হইবে তাহার ৩৫% ব্যাংক থেকে পূর্ণভরণ দেওয়া হইবে।

৪. গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহীতা কর্তৃক সম্পূর্ণ অগ্রিম পরিশোধের পর রেজিস্ট্রি আইন অনুযায়ী সংযুক্তি ছক-০৭ মোতাবেক সম্পত্তি অবমুক্ত করা যাইবে। অবমুক্তির খরচ অগ্রিম গ্রহীতাকে বহন করিতে হইবে। অগ্রিম গ্রহীতা আবেদন করিলে ব্যাংকের পক্ষ হইতে ১ জন কর্মকর্তাকে অবমুক্তির দলিলে স্বাক্ষরের জন্য রেজিস্ট্রি অফিসে প্রেরণ করা যাইবে।
৫. ক) জমি, ইমারত, ফ্ল্যাট বা তৈরী বাড়ী ক্রয় করিবার ৩/৪ মাসের মধ্যে অগ্রিম গ্রহীতাকে ব্যাংকের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিতে হইবে এবং বন্ধকী দলিলের সার্টিফাইড কপি ও দলিল রেজিস্ট্রেশনের মূল রসিদ ব্যাংকে জমা দিতে হইবে। মূল বন্ধকী দলিল ব্যাংকের সহযোগিতায় সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হইতে নিজ দায়িত্বে উত্তোলন করিয়া ব্যাংকে জমা দিতে হইবে; ব্যর্থতায় তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর উপর বর্তাইবে।
খ) ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়তব্য ফ্ল্যাটের মঞ্জুরীকৃত ঋণের শেষ কিস্তি পরিশোধের সর্বোচ্চ ৬ মাস অথবা ডেডেলপার কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদনের ৩ মাসের মধ্যে গৃহীত অগ্রিমের সমপরিমাণ অর্থের জন্য ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধনকৃত বন্ধক দিতে হবে।
৬. নিবন্ধনকৃত বন্ধকী দলিল সম্পাদনের পূর্বে জমির মালিকানা স্বত্ব দলিল ও প্রাসংগিক কাগজপত্র ব্যাংকের আইন উপদেষ্টাকে দিয়া পরীক্ষা করাইয়া এইমর্মে প্রত্যয়ন করাইয়া লইতে হইবে যে দলিলপত্র যথাবিহীত/ সঠিক আছে এবং ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার্থে যথেষ্ট।
৭. জমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত দলিল ও কাগজপত্র যদি যথাবিহীত/সঠিক না থাকে এবং ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার্থে যথেষ্ট নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় তবে অগ্রিম গ্রহীতাকে গৃহীত অগ্রিমের সম্পূর্ণ টাকা সুদসহ একসাথে ব্যাংক-কে ফেরৎ দিতে হইবে। অগ্রিম গ্রহীতা যদি অগ্রিম ফেরৎ দিতে ব্যর্থ হন তবে ব্যাংক তাহার পাওনা হইতে সমন্বয়ের মাধ্যমে ও প্রয়োজনে জামিনদারের নিকট হইতে অগ্রিমের অর্থ আদায়ের মাধ্যমে অগ্রিম সমন্বয় করিবে।
৮. অগ্রিমের বিপরীতে সুদ ও অন্যান্য পাওনাসহ প্রদত্ত অগ্রিমের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত ব্যাংকের নিকট বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রি, হস্তান্তর, পরিবর্তন বা দায়বদ্ধ করা যাইবে না।

০৭। অগ্রিম বিতরণঃ

১. প্রথম দফায় মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ অত্র নীতিমালার ৬.১ নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালনের পর অগ্রিম গ্রহীতাকে এককালীন বিতরণ করা হইবে। তবে ব্যাংক অগ্রিম ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত জমির উপর গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে এই সকল শর্ত পালন ব্যতিরেকে প্রস্তাবিত জমি ব্যাংকের নিকট বন্ধক দেওয়ার পর ভূমি উন্নয়ন বা নির্মাণের জন্য অগ্রিম বিতরণ করা হইবে।
২. নির্মাণ কাজের জন্য মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম অত্র নীতিমালার ৬.৩ নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালনের পর নির্মিতব্য বাড়ীর ধরণ, নির্মাণ প্রকৃতি ও কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করিয়া ১ হইতে ২ টি কিস্তিতে বিতরণ করিতে হইবে। তবে, পূর্বে বিতরণকৃত অগ্রিমের সদ্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পরই কেবল পরবর্তী কিস্তি বিতরণ করিতে হইবে।
৩. তৈরী বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের অর্থ অগ্রিম গ্রহীতা কর্তৃক নীতিমালার ৬.১ নং অনুচ্ছেদের শর্ত পালন সাপেক্ষে বিতরণ করা হইবে এবং বিক্রেতা কর্তৃক সাব কবলা দলিল নিবন্ধন করিবার সময় অবশিষ্ট টাকা বিতরণ করা হইবে।
৪. ব্যাংক অগ্রিমে নির্মিত বাড়ী সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম ২ হইতে ৩ টি কিস্তিতে বিতরণ করা হইবে। তবে পূর্ববর্তী কিস্তির সঠিক ব্যবহারের পর পরবর্তী কিস্তি প্রদান করা হইবে।
৫. নিলাম অযোগ্য বসতবাড়ীতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না।
৬. ক) জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিস্ট্রি বায়নাপত্র দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে একাউন্ট পে চেক ইস্যুর মাধ্যমে অর্থ বিতরণ করা হইবে।
খ) গৃহ নির্মাণ ঋণ হিসাবে মঞ্জুরীকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে একাউন্ট পে চেক ইস্যুর মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। মঞ্জুরীকৃত ঋণের অতিরিক্ত অর্থ (যদি প্রয়োজন হয়) ঋণ গ্রহীতাকে তার নিজস্ব উৎস হইতে পরিশোধ করিতে হইবে।
গ) বায়না ব্যতীত সরাসরি জমি/তৈরী বাড়ী ক্রয়ের ক্রয়তব্য জমি/তৈরী বাড়ির মূল্য পরিশোধের অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে রেজিস্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হবে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে একাউন্ট পে চেক ইস্যু করিতে হবে।

৭. গুপ্তভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রে গুপ্তের প্রত্যেক সদস্যের অনুকূলে একাউন্ট পে চেকের মাধ্যমে ঋণের অর্থ বিতরণ করা হবে।

০৮। অগ্রিমের সুদ ও অগ্রিম পরিশোধঃ

- এই নীতিমালার অধীনে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের উপর ব্যাংক রেটে বার্ষিক সরল সুদ ধার্য করিতে হইবে।
- মঞ্জুরীর তারিখ নির্বিশেষে গৃহনির্মাণ অগ্রিমের উপর এই নীতিমালা জারীর পর হইতে ০.৩% হারে মাসিক বেতন হইতে কর্তন করিতে হইবে। তবে কেহ ইচ্ছা করিলে নির্ধারিত কিস্তির পরিবর্তে বাড়ীভাড়া সিলিং এর সমপরিমাণ কিস্তি কর্তন করিতে পারিবেন।
- গৃহ নির্মাণ অগ্রিমে জমি ক্রয়/নির্মাণ খাতে প্রতি দফায় মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের সংশ্লিষ্ট কিস্তি উত্তোলনের ১৮ মাস (গ্রেস পিরিয়ড) পর হইতে পরিশোধ-কিস্তি কর্তন শুরু হইবে ফ্লাট/তৈরী বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতি দফায় মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের সংশ্লিষ্ট কিস্তি উত্তোলনের ১২ মাস (গ্রেস পিরিয়ড) পর হইতে কিস্তি কর্তন শুরু হইবে।
- গৃহ নির্মাণ ঋণ যে উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হইয়াছে তার প্রথম কিস্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ কিস্তি পর্যন্ত প্রতিটি কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তার সদ্যবহার করার প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ ব্যাংককে অবহিত করিতে হবে। নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণ ছাড়া যদি কেহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তোলনকৃত কিস্তি অর্থ মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুসারে সদ্যবহার করিতে ব্যর্থ হন তবে মেয়াদউত্তীর্ণ হবার পর ৩ মাসের মধ্যে পুঞ্জীভূত সুদসহ ঋণের সমুদয় অর্থ ব্যাংকের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন।
- যদি কোন ঋণ গ্রহীতা অনুচ্ছেদ ৮(৪) এর নীতি অনুযায়ী ৩ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ঋণ ফেরত দিতে ব্যর্থ হন তবে ঋণ সদ্যবহারের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরের দিন হইতে সমুদয় ঋণের উপর ব্যাংক রেটের দ্বিগুণ হারে এবং প্রচলিত সাধারণ ঋণের সুদ হারের যেটা কম হইবে সেই হারে সুদ আরোপ করা হইবে। এইরূপ ঋণ গ্রহীতাকে ভবিষ্যতে আর কোন গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করা হইবে না।
- পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত শর্তবলী সত্ত্বেও ব্যাংক এই ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বা বৈধ প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে আদায় করিতে পারবে এবং প্রয়োজনবোধে ঋণের বিপরিতে রক্ষিত জামানত বিক্রির মাধ্যমে বা অন্য কোন আইনানুগ পন্থায় পাওনা আদায় করিতে পারিবে।
- অবসরকালীন আদায় পদ্ধতিঃ অগ্রীম গ্রহীতার অবসরোত্তর (পি.আর.এল) শেষ হওয়ার পূর্ব দিন পর্যন্ত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পরিশোধ প্রক্রিয়া বহাল থাকিবে। পরবর্তীতে অগ্রীম গ্রহীতার প্রাপ্য যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি (আর্থিক সুবিধা বলতে পেনশনকালীন প্রাপ্য এককালীন পেনশন বেনিফিট, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, ছুটি নগদায়ন ও অন্যান্য প্রাপ্ত সুবিধাদিকে বুঝাইবে) হইতে সকল অগ্রীমের অনাদায়ী স্থিতি এককালীন সমন্বয় করিতে হইবে। কোন কারণে বিতরণকৃত ঋণের টাকা অনুরূপ নিয়মে সমন্বয় না হলে অবশিষ্ট পাওনা সরকারি পেনশন বিধি মোতাবেক প্রাপ্য পেনশন হতে মাসিক কর্তন করা হইবে। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অগ্রীম গ্রহীতার নিকট হইতে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে।

০৯। সাধারণ নিয়মাবলীঃ

- জমি ক্রয় অথবা প্রজাস্বত্ব অর্জনের শর্তানুযায়ী উক্ত জমির উপর আবেদনকারী বা তাহার স্ত্রী/স্বামীর বৈধ মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠা এবং মেয়াদী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সুদসহ ব্যাংকের অগ্রিম সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত ইজারা চালু ও ইজারাদারের স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্যতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন না করা পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।
- জমির বৈধ মালিকানা স্বত্ব যাচাই করিবার নিমিত্তে ব্যাংকের নিকট অগ্রিম গ্রহীতাকে নিম্নবর্ণিত দলিল পত্রাদি জমা দিতে হইবেঃ-

- মূল খরিদা দলিল;
- মূল খরিদা দলিল হস্তগত না হইলে রেজিস্ট্রেশন অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত সাব কবলা দলিলের মূল রসিদ এবং দলিলের সার্টিফাইড কপি;
- উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র;
- এস, এ খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি সহ ধারাবাহিক যাবতীয় কাগজপত্র এবং আইন উপদেষ্টার পরামর্শের ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র;
- মিউটেসন খতিয়ান (সার্টিফাইড);
- সম্পত্তির ক্রয়পূর্ব ১২ বৎসরের দায়মুক্ত সার্টিফিকেট;
- হালনাগাদ খাজনা পরিশোধের রসিদ;
- লিজ প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংকের নিকট বন্ধক দিবার বিষয়ে অনাপত্তি পত্র ;

(ঝ) মূল দলিল নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে পাওয়া না গেলে (পুড়ে গেলে, নষ্ট হলে, হারিয়ে গেলে ইত্যাদি) বিষয়টি স্থানীয় থানায় জিডি এন্ট্রি করে ১ টি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অগ্রিম গ্রহীতার নিকট হইতে যথাযথ মূল্যমানের স্ট্যাম্প ইনডিমনিটি বন্ড নিয়া সার্টিফাইড কপি গ্রহণ করা যাইবে।

৩. ব্যাংক অগ্রিমের মাধ্যমে ক্রয়কৃত জমি ব্যাংকের নিকট ছক- ০৪ মোতাবেক বন্ধক দিয়া মূল বন্ধকী দলিল অথবা মূল বন্ধকী দলিল না পাওয়া গেলে দলিল রেজিস্ট্রেশনের মূল রসিদ এবং দলিলের সার্টিফাইড কপি ব্যাংকে জমা দিতে হইবে। মূল বন্ধকী দলিল ব্যাংকের সহযোগিতায় অগ্রিম গ্রহীতার নিজ দায়িত্বে রেজিস্ট্রি অফিস হইতে উত্তোলন করিয়া ব্যাংকে জমা দিতে হইবে। ব্যর্থতায়, তার দায় দায়িত্ব অগ্রিম গ্রহীতার উপর বর্তাইবে।

৪. ছক-০৩ অনুযায়ী সমবন্ধকী দলিল সম্পাদনের পর উহার মূল কপি ব্যাংকে জমা দিতে হইবে।

৫. নির্মাণ কাজের জন্য অগ্রিমের আবেদনের সহিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাড়ীর নকশা এবং একজন প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যায়িত নির্মাণ কাজের স্তর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ ব্যাংকে জমা দিতে হইবে।

৬. তৈরী বাড়ী/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র, অনুমোদিত নকশা এবং মালিকানা স্বত্বের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

৭. ব্যাংক অগ্রিমের মাধ্যমে নির্মাণাধীন বাড়ীর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করিবার নিমিত্তে প্রধান কার্যালয়ের জন্য একটি এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে একটি করিয়া কমিটি থাকিবে। কমিটি ছক-২ মোতাবেক সদ্যবহার প্রতিবেদন দাখিল করিবে। কমিটিদ্বয়ের গঠন ও দায়িত্ব নিম্নরূপ হইবেঃ

(ক) প্রধান কার্যালয়ের জন্য কমিটিঃ

(১) প্রশাসন বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত এসপিও/পিও	সভাপতি;
(২) সিনিয়র অফিসার, সাধারণ সেবা বিভাগ	সদস্য;
(৩) সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ	সদস্য-সচিব।

(খ) জেলা (আঞ্চলিক) পর্যায়ের কমিটিঃ

(১) আঞ্চলিক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সভাপতি;
(২) সদর শাখার ব্যবস্থাপক	সদস্য;
(৩) সদর শাখার একজন জুনিয়র অফিসার	সদস্য-সচিব।

কমিটিদ্বয় ব্যাংক অগ্রিমের মাধ্যমে ক্রয়কৃত জমি/ বাড়ী/ নির্মাণাধীন বাড়ীঘর সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন এবং কাজের সঠিক অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

৮. উপরে (ক) ও (খ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটিদ্বয় ছাড়াও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এতদসংক্রান্ত বিশেষ পরিদর্শন দল গঠন করতঃ নির্মাণাধীন বাড়ী ঘরের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তথা গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সদ্যবহার সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

৯. কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কোন প্রতিবেদন ভিত্তিহীন প্রমাণিত হইলে প্রতিবেদনকারী কমিটিকে যৌথভাবে দায়ী করা হইবে।

১০. ভূমি ও বাড়ীর পৌর কর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দেয় খাজনা, কর ইত্যাদির রসিদপত্র প্রয়োজনে ব্যাংকের নিকট জমা দিতে হইবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক যদি উক্ত দেয় কর পরিশোধিত না হয় তাহা হইলে নিয়মিত কিস্তি ছাড়াও উক্ত দেয় কর /খাজনা সুদসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সরাসরি পরিশোধের জন্য ব্যাংক তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন।

১১. অগ্রিম গ্রহীতা জমি ক্রয় ও বাড়ী নির্মাণ সংক্রান্ত হিসাব ও ভাউচার, চালান, রসিদ ইত্যাদি সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজন বোধে যাবতীয় খরচাদির যথাযথ হিসাব ব্যাংকের নিকট জমা দিবেন। জমি ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অগ্রিম দ্বারা জমি ক্রয়ের পর জমির মূল্য, প্রামাণ্য ডকুমেন্টস অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন রসিদ ও স্ট্যাম্প খরচ জমির মূল্যের সাথে যোগ করিয়া অগ্রিমের ব্যবহার প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

১২. অগ্রিম গ্রহীতাকে জমিক্রয় বা বাড়ী নির্মাণ বা উভয় খাতে অথবা তৈরী বাড়ী ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত সকল খরচাদির শুল্কতা প্রত্যয়ন করিতে হইবে এবং বাড়ী তৈরী বা বাড়ী ক্রয়ের পর এই বাবদ গৃহীত অগ্রিমের সকল উদ্বৃত্ত অর্থ তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যাংকের নিকট ফেরৎ দিতে হইবে।

১৩. কোন কর্মচারীকে অগ্রিম প্রদানে বিলম্ব হইবার দরুন উদ্বৃত্ত কোন পরিস্থিতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকিবেনা।

১৪. অগ্রিম গ্রহীতা কোন কর্মচারী তাহার ভবিষ্য তহবিল বা আনুচৌষিক হইতে কোন অর্থ তুলিতে পারিবেন না, যদি অগ্রিমের জন্য প্রদত্ত নিরাপত্তা ব্যাংক কর্তৃক যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হয়।

১৫. সকল মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ হইবে ১ (এক) বৎসর। তবে নিয়ন্ত্রণ বর্হীভূত কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্রিম উত্তোলন করিতে না পারিলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মঞ্জুরীর মেয়াদ অতিক্রমের পূর্বেই মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া মঞ্জুরীর মেয়াদ আরো ০১ (এক) বৎসর বর্ধিত করিতে পারিবেন। এইছাড়াও একাধিক কিস্তিতে বিতরণের শর্তে মঞ্জুরীকৃত গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের ১ম কিস্তি উত্তোলনের পরবর্তী ০২ বছরের মধ্যে অবশিষ্ট কিস্তিগুলো উত্তোলন করিতে হইবে। এরপরও উক্ত টাকা ব্যবহার করিতে না পারিলে উক্ত মঞ্জুরীপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬. কোন অগ্রিম গ্রহীতা কিংবা তাহার নমিনী/উত্তরাধিকারী পরিশোধ-কিস্তি খেলাপ করিলে তাহার বিরুদ্ধে কেইসের মেরিট বিবেচনায় মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ব্যাংক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৭. গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী গৃহনির্মাণ অগ্রিমের কিস্তি যথাযথ কর্তনের বিষয়টি শাখা ব্যবস্থাপক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে। কোন শাখা ব্যবস্থাপক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের কিস্তি মঞ্জুরী পত্রের শর্ত অনুযায়ী কর্তণ না করিলে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন এবং এই জন্য তাহাদেরকে জবাবদিহী করিতে হইবে।

১৮. গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের কিস্তি বৎসরের ১২ (বার) মাসই কর্তন করিতে হইবে। কোন কারণেই কর্তন বন্ধ করা যাইবে না।

১৯. ব্যাংকের অগ্রিমের টাকায় জমি খরিদ করিয়া ব্যাংকে বন্ধক দেওয়ার পর কোন কর্মচারী বিশেষ কোন কারণে বাড়ী নির্মাণ করিতে না পারিলে এবং উক্ত জমির পরিবর্তে অন্য জমিতে নির্মাণ সম্পন্ন করিতে চাহিলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে প্লট পরিবর্তন করিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে পুনঃবন্ধকের যাবতীয় খরচ অগ্রিম গ্রহীতাকেই বহন করিতে হইবে। পরিবর্তিত প্লটের মূল্য ইতিপূর্বে প্রদানকৃত অগ্রিমের সমান বা বেশী হইতে হইবে। প্রদানকৃত জমির মূল্য কম হইলে এই ক্ষেত্রে জমির মূল্য বাদে বাদবাকী টাকা ভূমি উন্নয়ন/নির্মাণ খাতে ব্যয় করিতে হইবে এবং সদ্যবহার কমিটির সদ্যবহার প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত জমি বন্ধকের অনুমতি প্রদান করা যাইবে। এক্ষেত্রে বন্ধকের যাবতীয় খরচ অগ্রিম গ্রহীতাকে বহন করিতে হইবে এবং পূর্ববর্তী জমি ছক-০৭ মোতাবেক অবমুক্ত করিয়া ব্যাংকের নিকট রক্ষিত যাবতীয় কাগজপত্র ফেরত দেওয়া যাইবে। এইক্ষেত্রেও অবমুক্তির যাবতীয় খরচ অগ্রিম গ্রহীতাকেই বহন করিতে হইবে।

২০. প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ছক-০৮ মোতাবেক মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করা হবে।

২১. ক) ঋণের মেয়াদ হইবে চাকরির মেয়াদকাল পর্যন্ত;

খ) কর্মচারী গৃহনির্মাণ ঋণের চার্জ ডকুমেন্টস যথাযথভাবে পূরণের পর তারিখসহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর স্বাক্ষর দিতে হইবে;

গ) ডেভলপারের নিকট থেকে ফ্লাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়তব্য ফ্লাটটি un-en-cum-bered হইতে হইবে। un-en-cum-bered না হইলে এবং যে ব্যাংকের ঋণে ফ্লাট/ভবনটি নির্মাণ হয়েছে তাদের অনাপত্তি পত্র অবশ্যই নিতে হইবে। অন্যথায় ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

ঘ) ফ্লাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে মেমোরেন্ডাম অব এ্যাসোসিয়েশন, আর্টিকেল অভ এ্যাসোসিয়েশন, সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা দাখিল করিতে হইবে।

২২. অত্র নীতিমালায় যে সকল বিষয় উল্লেখ নেই সেই সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে



শেখ মোঃ জামিনুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক



পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

..... শাখা / কার্যালয়।

কর্মচারী গৃহ নির্মাণ অগ্রিম ব্যবহার প্রতিবেদন

প্রথম অংশঃ

- ০১। অগ্রিম গ্রহণকারীর নামঃ
- ০২। ভবিষ্য তহবিল সূচক নং:
- ০৩। পদবীঃ
- ০৪। বর্তমান কর্মস্থলঃ
- ০৫। মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের পরিমাণঃ
- ০৬। সর্বশেষ কিস্তিতে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণঃ
- ০৭। অগ্রিমের টাকায় ক্রয়কৃত জমি/নির্মাণাধীন ভবনের অবস্থানঃ

জেলা	থানা/উপজেলা	মৌজা	জে,এল,নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ

- ৮। নির্মাণ/তৈরীবাড়ী/ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রেঃ
 - (ক) নকশা অনুমোদন কর্তৃপক্ষঃ
 - (খ) নকশা অনুমোদনের তারিখঃ
 - (গ) অনুমোদিত নকশা অনুসারে প্লিঙ্ক' এরিয়াঃ
 - (ঘ) কত তলা ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হইয়াছেঃ
 - (ঙ) নির্মাণের ধরণঃ ব্রিক ফাউন্ডেশন/আর,সি,সি, ফাউন্ডেশন/সেমিপাকা।

দ্বিতীয় অংশঃ (সদ্যব্যবহার কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পূরণ করিতে হইবে।)

অগ্রিম গ্রহীতা কমিটির সদস্যগণকে অনুমোদিত নকশা প্রদর্শন করিবেন)

- ১। নির্মাণাধীন বাড়ী/তৈরী বাড়ী/ ফ্ল্যাটের পত্র যোগাযোগের ঠিকানাঃ
- ২। জমি/ভবন অগ্রিম গ্রহীতার নিরংকুশ দখলে আছে কিনাঃ
- ৩। জমি/ভবন এলাকায় বসবাস উপযোগী রাস্তা/বিদ্যুৎ/পয়ঃ নিষ্কাশন/গ্যাস ইত্যাদি নাগরিক সুবিধা বিদ্যমান কিনাঃ
- ৪। বর্তমান সম্পন্ন করা নির্মাণ কাজের বিবরণঃ
 - (ক) ইমারতের ধরণ (সেমিপাকা/পাকা)ঃ
 - (খ) প্লিঙ্ক' এরিয়াঃ
 - (গ) ফাউন্ডেশনের ধরণ (ব্রিক/আর,সি,সি/সেমিপাকা/তলা):
 - (ঘ) ইতিপূর্বে সম্পাদিত কাজের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	একক দর/মূল্য	টাকার পরিমাণ
১.				
২.				
৩.				
	মোট ব্যয়িত টাকাঃ			

- ৫। সর্বশেষ বিতরণকৃত কিস্তি দ্বারা সম্পাদিত কাজের বিস্তারিত বিবরণঃ (প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয়/চতুর্থ/..... তলা)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	একক দর/মূল্য	টাকার পরিমাণ
১	জমিক্রয়ঃ			
২	ভূমি উন্নয়ন			
৩	পাইলিং কাজ			
৪	আর. সি. সি ও ব্রিক			

	ফাউন্ডেশন কাজ (প্লিথ' পর্যন্ত)			
৫	১০"/৫" ব্রিকের কাজ (প্লিথের উপরে)			
৬	ছাদসহ আর. সি. সি কাজ (প্লিথের উপরে)			
৭	জানালা/দরজার চৌকাঠ ও পাল্লা			
৮	জানালার ও বারান্দার গ্রীল			
৯	সেনিটারীর কাজ (ফিটিংসহ)			
১০	পানি সরবরাহের কাজ			
১১	গ্যাস সংযোগ			
১২	বিদ্যুৎ সংযোগ			
১৩	বাউন্ডারী ওয়াল			
১৪	কলাপসিবেল / মেইনগেট			
১৫	রং ফিনিশিং			
১৬				
খ)	মজুত মালামাল (যদি থাকে পৃথক তালিকা সংযুক্ত করিতে হইবে)			
	মোট ব্যয়িত টাকাঃ			

- ৬। অসম্পূর্ণ কাজের বিবরণঃ
৭। অসম্পূর্ণ কাজের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণঃ
৮। আবেদনকারীকে প্রার্থীত অগ্রিম/কিস্তির টাকা প্রদানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত / সুপারিশঃ
৯। কমিটির প্রত্যয়নঃ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের আলোচ্য ব্যবহার প্রতিবেদন সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রস্তুত করা হইয়াছে। সন্নিবেশিত তথ্যাদি আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সঠিক আছে।

সদস্য সচিব

সদস্য

সভাপতি





পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এর নিকট ইতিপূর্বে রেজিস্ট্রীকৃত বন্ধকের মাধ্যমে
প্রদত্ত সম্পত্তি সম-বন্ধকদানের স্মারকলিপি

আমি -----(ডঃ তঃ সূচক নং -----), পদবী-----, কর্মস্থল ----- এ কর্মরত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, যাহা অতঃপর 'ব্যাংক' নামে অভিহিত হইবে (এতদ্বারা তাহাদের উত্তরাধিকারী এবং মনোনীত ব্যক্তিকে বুঝাইবে) এর একজন কর্মচারী, পিতা-----, বর্তমানে -----
ঠিকানায় বসবাসরত এতদ্বারা স্বীকার করিতেছি যে ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিধি, যাহা অতঃপর 'উক্ত বিধি' বলিয়া অভিহিত হইবে (যাহা দ্বারা অত্র চুক্তিনামা অনুসারে বর্তমানে বলবৎ উক্ত বিধির যে কোন সংশোধন ও সংযোজনকে বুঝাইবে) এর আওতায় নির্ধারিত সুদসহ আমাকে পূর্ব মঞ্জুরীকৃত টাকা -----এর জন্য সম-জিম্মা হিসাবে তফসিলে বর্ণিত নির্দিষ্ট দলিল পত্রাদি যাহা ব্যাংকের বরাবর জমা রাখা হইল তাহা অত্র দলিল সম্পর্কিত আমার সম্পত্তি এবং উহার উপর ধার্যকৃত সুদের জামানত পূরণে পর্যাপ্ত হইবে এবং আমি স্বীকার করিতেছি যে, তফসিলে বর্ণিত নির্দিষ্ট দলিলপত্র সম্পর্কিত যে সম্পত্তি ও উহার সুদের জন্য এই সম-জিম্মা প্রদান করা হইল তাহা উক্ত বিধি মোতাবেক নির্ধারিত উপচিত সুদসহ আমাকে উক্ত বিধির আওতায় মঞ্জুরীকৃত টাকা -----পরিশোধের নিরাপত্তা /জামিন /নিশ্চিত স্বরূপ ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রীকৃত বন্ধকের মাধ্যমে সৃষ্ট দায়ের অতিরিক্ত এবং আমি এতদ্বারা আরও স্বীকার করিতেছি যে ব্যাংক কর্তৃক চাহিবা মাত্র নিজ খরচে আমাকে বর্তমানে মঞ্জুরীকৃত টাকার আসল এবং উহার উপর নির্ধারিত হারে উপচিত সুদসহ সমুদয় টাকা -----পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ ব্যাংক যে রূপ চাহিবে সেই রূপে এবং সেইরূপ বিক্রয়ের ক্ষমতা ও অন্যান্য প্রবিধানসহ সেই সম্পত্তি আইনসম্মত বন্ধকের মাধ্যমে ব্যাংকের বরাবরে বৈধ দ্বিতীয়/তৃতীয় -----আইনসম্মত দায় অথবা বন্ধক সম্পাদন করিব। এবং আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে দলিলপত্রে বর্ণিত সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকূলে আইনসম্মত বন্ধকের মাধ্যমে সৃষ্ট দায় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার দায় অথবা দায়ভারে আবদ্ধ নয়।

এতদ্বার্তে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে -----ইং সনের,----- মাসের ----- তারিখে দস্তখত করিলাম।

তারিখ

বর্ণিত তফসিল

-----তারিখে -----সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত-----নং স্বতনামা দলিলের প্রত্যায়িত কপি যাহার সি এস দাগ নং-----সি এস খতিয়ান নং -----, এস, এ দাগ নং -----, এস, এ খতিয়ান নং -----, আর এস দাগ নং -----আর এস খতিয়ান নং -----জেলা -----এর একখন্ড জমি পরিমাণ -----শতাংশ বর্তমানে দখলে, যাহার সীমানা উত্তরে -----দক্ষিণে -----,পূর্বে -----পশ্চিমে ----- দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহার আইন সজ্ঞাত স্বত্ব ও স্বার্থের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

পূর্ণ ঠিকানাসহ স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর

বন্ধকদাতার স্বাক্ষর

১.

২.



বন্ধকী দলিল

অত্র বন্ধকনামা ----- খ্রীষ্টাব্দের ----- তারিখ সম্পাদিত হইল যাহার একপক্ষে রহিয়াছেন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মচারী জনাব ----- (ভঃতঃ সূচক নং -----) পিতা-----
 ----- মাতা ----- যাহার স্থায়ী ঠিকানা গ্রামঃ -----ডাকঘরঃ ----- থানা/উপজেলা -----
 ----- জেলা ----- যার বর্তমান পদবী -----, কর্মস্থল -----। অতঃপর যিনি বন্ধকদাতা (অত্র বন্ধকনামা বিষয়বস্তু অনুসারে উক্ত শব্দ দ্বারা তাহার উত্তরাধিকারীগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ এবং মনোনীত ব্যক্তিগণকে বুঝাইবে) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন এবং অপরপক্ষে রহিয়াছেন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক অতঃপর যিনি বন্ধক গ্রহীতা বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। যেহেতু বন্ধকদাতা নিরংকুশ “অথবা অন্য কোন উপায়ে এই ভূমি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও ঘরবাড়ী দখলকার এবং মালিক, যাহা অতঃপর প্রদত্ত, হস্তান্তরিত এবং নিশ্চয়তাদানকৃত বলিয়া বর্ণিত এবং আখ্যায়িত হইয়াছে (অতঃপর যাহা উল্লেখিত উত্তরাধিকার সূত্রে/ক্রয় অথবা অন্য কোন সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে)। এবং যেহেতু ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিধি, যাহা অতঃপর “উল্লেখিত বিধি” বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে এবং বন্ধকনামার বিষয়বস্তু অনুসারে যাহা দ্বারা আপাততঃ (বর্তমানে বলবৎ) উক্ত বিধির যে কোন সংশোধন অথবা সংযোজনকে বুঝাইবে, এর আওতায় বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতাকে উল্লেখিত ----- টাকা মাত্র অগ্রিম প্রদানে সম্মত হইয়াছেন।

এক্ষণে অত্র চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, উক্ত চুক্তি মোতাবেক এবং উহা সম্পাদনের তারিখ অথবা তৎপূর্বে বন্ধকদাতাকে -----টাকা মাত্র (এতদ্বারা বন্ধক দাতা যাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন) প্রদানের প্রেক্ষিতে বন্ধকদাতা এতদ্বারা বন্ধক গ্রহীতার নিকট অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তিনি আগামী -----তারিখে উক্ত টাকা এবং উল্লেখিত বিধি মোতাবেক উহার উপর ধার্যকৃত সুদ ফেরৎ প্রদান করিবেন এবং উক্ত তারিখে অগ্রিম ফেরৎ না দিলে উল্লেখিত বিধি মোতাবেক সুদ প্রদান করিবেন। এবং অত্র বন্ধকনামা প্রমাণ করিতেছে যে পূর্ব বর্ণিত অগ্রিমের জন্য বন্ধকদাতা -----জেলা----- উপনিবন্ধকরণ জেলা ----- এ অবস্থিত কম অথবা বেশী ----- পরিমান জমি যাহা বর্তমানে বন্ধকদাতার অধিকারে রহিয়াছে এবং যাহার সীমানা উত্তরে ----- দক্ষিণে-----পশ্চিমে-----এবং পূর্বে-----নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং উক্ত জমির উপরে বর্তমানে নির্মিত অথবা ভবিষ্যতে নির্মিতব্য বসতবাটি, বহিস্থ অফিস, নির্মিত পন্যাগার এবং বহির্বাটিসহ সমুদয় স্বত্ব,স্বার্থ অধিকার ও দাবী বন্ধক গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করিতেছে এবং এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছে যে, উল্লেখিত উত্তরাধিকারসূত্রে/ক্রয় সূত্রে অথবা অন্য কোন সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি অথবা উহার অংশ বিশেষের উপর বর্তমানে নির্মিত অথবা ভবিষ্যতে নির্মিতব্য ইমারতসহ যাবতীয় আনুসঙ্গিক ততদিন পর্যন্ত বন্ধক গ্রহীতার ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইতেছে যতদিন পর্যন্ত না দায়মুক্ত হয়, এখানে শর্ত থাকে যে, যদি এবং যেইমাত্র অত্র জামিনের উপর প্রদত্ত অগ্রিম এবং উক্ত বিধি অনুযায়ী উহার উপর ধার্যকৃত সুদসহ টাকা ----- মাত্র বন্ধকদাতার বেতন হইতে মাসিক কিস্তি কর্তন অথবা অন্য কোনভাবে পরিশোধ হয় এবং সেই ক্ষেত্রে বন্ধকদাতার অনুরোধক্রমে এবং বন্ধকদাতার খরচে উক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে/ক্রয় সূত্রে অথবা অন্য কোন সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বন্ধকদাতাকে অথবা তাহার নির্দেশানুসারে পুনঃস্বত্বান্তর, পুনঃহস্তান্তর অথবা পুনর্নিশ্চিত করা হইবে। এবং এতদ্বারা স্বীকার ও ঘোষণা করা যাইতেছে যে উক্ত টাকা ----- মাত্র এবং উক্ত বিধি অনুযায়ী উহার উপর ধার্যকৃত সুদ পূর্ণ পরিশোধের পূর্বে যদি বন্ধকদাতার পক্ষ হইতে অত্র চুক্তিনামা লংঘন করা হয় অথবা যদি তাহার মৃত্যু ঘটে অথবা তিনি চাকুরী ছাড়িয়া যান এবং এ ধরনের যে কোন ঘটনায় বন্ধকগ্রহীতার পক্ষে ক্রয় অথবা বিক্রয় এবং পুনঃবিক্রয়ের কোন চুক্তি বাতিলের ক্ষমতাসহ এবং এতদ্বারা উদ্ভূত কোন ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব ব্যতীত উক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি অথবা উহার অংশবিশেষ একত্রে অথবা পৃথকভাবে এবং প্রকাশ্য নিলাম অথবা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় করা আইনসিদ্ধ হইবে এবং উক্ত বিক্রয়কে কার্যকর ও নিশ্চিত করার জন্য বন্ধকগ্রহীতা যাহা সজ্ঞাত মনে করিবেন সেই সকল আইন প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, ঘরবাড়ী ও উহার অংশ বিশেষ ক্রয়মূল্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বন্ধকগ্রহীতার রসিদ ক্রেতা অথবা ক্রেতাগণকে উহা হইতে চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি দিবে এবং এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত-খিত ক্ষমতা বলে পুনঃবিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত টাকা বন্ধকগ্রহীতা অর্ধরূপে নিজ জি“মায় রাখিবেন, উহা হইতে সর্ব প্রথমে উক্ত বিক্রয় বাবদ যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে অতঃপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদত্ত অত্র জামানতের অগ্রিম পরিশোধ করা হইবে এবং সর্বশেষ উদ্ধৃত অর্থ (যদি থাকে) বন্ধকদাতাকে প্রদান করিতে হইবে এবং এতদ্বারা স্বীকার ও ঘোষণা করা যাইতেছে যে, উক্ত বিধি অত্র জামানতের/বন্ধকনামার অংশরূপে গণ্য হইবে। এতদ্বারা বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হইতেছেন যে, অত্র জামানত বলবৎ থাকাকালে অত্র জামানত ও উক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত তাহার পক্ষে পালনীয় ও করণীয় উক্ত বিধির সকল প্রবিধান এবং শর্ত পালন করিবেন এবং সম্পাদন করিবেন।

এতদ্বারা সম্যক জানিয়া বন্ধকদাতা সর্বপ্রথমে উল্লেখিত তারিখ ও বৎসরে দস্তখত করিলেন

সম্পত্তির তফসিল

জেলা	থানা/উপজেলা	মৌজা	জে,এল,নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমান

পূর্ণ ঠিকানাসহ স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষরঃ

বন্ধকদাতার স্বাক্ষর

১।

২।



ঘোষণাপত্র

আমি.....পিতা/স্বামীরনাম.....
বর্তমান কর্মস্থল এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অনুকূলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত/প্রদেয় কর্মচারী গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের চাকুরিকালীন মাসিক পরিশোধ-কিস্তি আমার মাসিক বেতন হইতে কর্তন করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করিলাম। আমার ভবিষ্য তহবিল হিসাব হইতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা শর্তানুযায়ী ফেরতযোগ্য ও অফেরতযোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করিলেও তাহা আমি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গমনের পূর্বেই পরিশোধ করিব এবং আমার বয়স ৫২ বৎসর পূর্তির পরও আমি ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিব।

০২। আমি আরো ঘোষণা করিতেছি যে, আমার চাকুরী হইতে অবসরগ্রহণকালে প্রাপ্য অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদির সহিত আমার ভবিষ্য তহবিল সূচক নং- তে জমাকৃত টাকার প্রয়োজনীয় অংশ ব্যাংক বিধি মোতাবেক আমার গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সমন্বয় করিতে পারিবে।

০৩। আমি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নিম্নোক্ত কর্মচারীদ্বয়ের (এইক্ষেত্রে সাক্ষী) সাক্ষাতে এই অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করিলাম।

সাক্ষীগণঃ

০১। স্বাক্ষর

নামঃ

পদবীঃ

পি.এফ. ইনডেক্স নংঃ

কর্মস্থলঃ

অগ্রিম গ্রহীতার স্বাক্ষর ও তারিখ

নামঃ

পদবীঃ

পি.এফ. ইনডেক্স নংঃ

কর্মস্থলঃ

০২। স্বাক্ষর

নামঃ

পদবীঃ

পি.এফ. ইনডেক্স নংঃ

কর্মস্থলঃ

নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর

(সীলমোহর ও তারিখসহ)



পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

-----কার্যালয়/শাখা

নিশ্চয়তানাма বন্ড

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক,-----কার্যালয়/শাখায় চাকুরীরত জনাব -----
(ডঃ তঃ সূচক নং-----) পদবী-----পিতা-----স্থায়ী ঠিকানা গ্রামঃ -----
ডাকঘরঃ ----- থানা/উপজেলা ----- জেলা ----- যাহাকে অতঃপর “খাতক” হিসাবে গণ্য করা হইবে,
(খাতক শব্দ দ্বারা তাহার উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ, অছি, প্রশাসক এবং স্বত্বাধিকারীগণকে বুঝাইবে), কর্তৃক -----
-----ইং সনের-----তারিখে এই দলিল সম্পাদিত হইল।

জনাব ----- (ডঃ তঃ সূচক নং-----), পদবী-----, কর্মস্থল -----
----- পিতা----- পেশা -----, গ্রাম-----, ডাকঘর -----
উপজেলা -----, জেলা-----যিনি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের, যাহা অতঃপর “ব্যাংক” হিসাবে উল্লেখিত হইবে,
অনুকূলে” জামিনদার” হিসাবে গণ্য হইবেন। (জামিনদার শব্দ দ্বারা উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ, অছি, প্রশাসক এবং
স্বত্বাধিকারীগণকেও বুঝাইবে)।

যেহেতু খাতক এবং ব্যাংকের মধ্যে -----ইং তারিখে সম্পাদিত একটি চুক্তির (যাহা অতঃপর চুক্তি হিসাবে গণ্য
হইবে) আওতায় এবং উহাতে উল্লেখিত শর্তাবলীর অধীনে অট্টালিকা নির্মাণ/বাসগৃহ ক্রয়/বসতবাড়ীর জন্য নির্ধারিত ভ,মি
উন্নয়ন/বাসগৃহ মেরামত/পরিবর্ধন/পরিবর্তন এর উদ্দেশ্যে খাতক-কে----- টাকা অগ্রিম মঞ্জুর করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু খাতক -----(------)মাত্র প্রদত্ত অগ্রিম ব্যাংককে পরিশোধের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করিবার
জন্য জামিনদারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

সেইহেতু অত্র দলিলে লিখিত হইল যেঃ

সম্পাদিত ব্যাংক চুক্তি বিবেচনাপূর্বক উল্লেখিত উদ্দেশ্যে খাতককে-----টাকা(-----)মাত্র অগ্রিম মঞ্জুর
এবং উহার প্রথম কিস্তি হিসাবে -----টাকা (------) মাত্র প্রদানের প্রেক্ষিতে, খাতক এই মর্মে অংগীকার
করিতেছেন যে, চুক্তির শর্তাবলী মোতাবেক গৃহীত অগ্রিমের উপর ধার্যকৃত সুদসহ সাকুল্য টাকা পরিশোধযোগ্য হওয়া মাত্র তিনি
তাহা পরিশোধ করিবেন এবং উল্লেখিত জামিনদার ধার্যকৃত সুদসহ উল্লেখিত অগ্রিমের টাকা ব্যাংককে পরিশোধের ব্যাপারে
এককভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছেন।

খাতক ও জামিনদার এই দলিল পাঠ করতঃ ইহার মর্ম অবগত হইয়া দলিলের প্রথমাংশে উল্লেখিত সন ও তারিখে নিজ
নিজ স্বাক্ষর দান করিলেন।

স্বাক্ষীগণঃ

(খাতকের স্বাক্ষর)

১।

নামঃ

পদবীঃ

ভবিষ্য তহবিল সূচক নং

কর্মস্থলঃ

২।

(জামিনদারের স্বাক্ষর)

নামঃ

পদবীঃ

ভবিষ্য বহবিল সূচক নং

কর্মস্থলঃ



DEED OF REDEMPTION

THIS DEED OF REDEMPTION is made on the day of Two thousand of the CHRISTIAN ERA.

BETWEEN

....., S/o,, Palli Sanchay Bank,
....., Dhaka. Nationality -Bangladeshi by birth, hereafter called the MORTGAGOR/BORROWER (Which expression shall mean and include their successors in interest administrator & Legal representative executors and assignees) of the FIRST PARTY.
Palli Sanchay Bank a Banking Company incorporated under the President Order No. 27, 1973, Head Office, 83-85, Motijheel C/A, Dhaka called the MORTGAGEE BANK represented by its Authorized Officer,, Palli Sanchay Bank, Office/Branch (which Expression shall unless excluded by and repugnant to the context shall mean and include its successors in interest, administrators, legal representatives, executors and assignees) of the SECOND PARTY.

WHEREAS by a deed of legal Mortgage No-..... dated made between the parties herein and registered in at the Sub-Registration Office, of property described in the Schedule below was Mortgage by the Mortgagor above named in the Bank, to secure the repayment of all loan only granted to the Mortgagor.

AND WHEREAS the said First party repaid the Bank's investment with profit and other charges under the said deed and the request of the borrower the second party Mortgage Bank agreed to released the schedule property, which was mortgaged earlier.

NOW THIS DEED OF REDEMPTION IN WITNESSETH AS FOLLOWS

That in consideration of the repayment of all liabilities only being the principal sum including costs and other charges due under the said deed having been paid by the first party client to the bank (The receipt where of the said sum the Bank do hereby admit, acknowledge and confirm) do hereby release, discharge and reassure to the property fully described in the schedule below hereto free from principal sums, profit and costs, claims and demands, secured by the said deed of Mortgage.

That as the Mortgagor has repaid all sums of money including interest and other charges this is why the alleged said Mortgage deed is hereby liable to be released.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

District-, P.S., Mouza-, J.L. No.-, Plot no. SA., R.S.-....., Mutation Khatian No., area and bounded on the North by on the South by & other, on the East by & others and on the West

IN WITNESS WHEREOF the Authorise officer, Officer,, Bangladesh Krishi Bank, Office/Branch Subscribed his name only the day, month & year first above written.

Signature
WIHNESSES

- 1.
- 2.

(Name)
Authorised officer
Palli Sanchay Bank
..... Office/Branch
.....

Computer compose

Drafted By



পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

----- কার্যালয়/শাখা

ছক-০৮

নং -----

তারিখঃ-----

গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরীপত্র

অত্র বিভাগ/কার্যালয়ের বিগত ----- ইং তারিখের কর্মী সংক্রান্ত ঘোষণা নং ----- এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া এবং তাহার -----ইং তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব ----- পদবী-----
 --- কর্মস্থল ----- (স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম----- পোঃ-----
 ----- উপজেলা/থানা----- জেলা-----) কে ----- জেলার -----
 উপজেলা/থানা----- মৌজার অন্তর্গত ----- নং খতিয়ানের ----- নং দাগের ----- শতাংশ/কাঠা
 জমিতে বসবাসের নিমিত্তে জমি ক্রয়/ভ,মি উন্নয়ন/বাড়ী নির্মাণ/ তৈরী বাড়ী ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/ সংস্কার/আধুনিকীকরণ-এর জন্য
 ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত কিস্তি ও শর্তাবলী সাপেক্ষে অতিরিক্ত -----
 -----) টাকা মাত্র গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরী প্রদান পূর্বক তাহার অনুকূলে মোট মঞ্জুরীর পরিমাণ -----
 -----) টাকায় উন্নীত করা হইলঃ

০২. অগ্রিমের বিতরণের কিস্তি নিম্নরূপঃ

কিস্তি	টাকার পরিমাণ	কাজের বিবরণ
১ম কিস্তি	-----	-----
২য় কিস্তি	-----	-----
৩য় কিস্তি	-----	-----
৪র্থ কিস্তি	-----	-----

০৩. বিতরণকৃত অগ্রিমের টাকা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সদ্যবহার কমিটির নিকট হইতে সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাওয়ার পর অবশিষ্ট কিস্তির টাকা বিতরণ করা হইবে।

০৪. ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ী ক্রয়ের জন্য দ্বিতীয় দফায় মঞ্জুরীকৃত (৪০% / ৫০% মঞ্জুরী বহির্ভূত) অগ্রিম রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকী দলিল সম্পাদনের পূর্বে বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর (স্ট্যাম্পের মূল্য সরকার কর্তৃক যখন যাহা নির্ধারিত হইবে উহাই প্রযোজ্য হইবে) অন্তর্বর্তীকালীন নিশ্চয়তা হিসাবে তাহার পদ মর্যাদার নীচে নহে এইরূপ একজন ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হইতে জামিন নামা দলিল সম্পাদনপূর্বক জমা দিতে হইবে। ক্রীত সম্পদ ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত জামিন বহাল থাকিবে। তবে, শর্ত থাকে যে, দুইজন অগ্রিম গ্রহীতা পারস্পরিক জামিনদার হইতে পারিবেন না এবং একটি জামিন বহাল থাকা অবস্থায় অন্য কোন অগ্রিমের জন্য জামিনদার হওয়া যাইবে না। গুপ অগ্রিমের ক্ষেত্রে সদ্যগণকে পৃথক পৃথক ভাবে অন্তর্বর্তীকালীন নিশ্চয়তানামা দাখিল করিতে হইবে।

০৫. অগ্রীম বিতরণের পূর্বে ব্যাংকের নির্ধারিত ছকে ঘোষণা পত্র এবং সংশোধিত ছকে অংগীকার ও মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে। ০৬. ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকী দলিল রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে জমি/বাড়ী/ফ্ল্যাট সংক্রান্ত স্বত্ব দলিল এবং আনুসঙ্গীক কাগজ পত্রাদি ব্যাংকের নিকট দাখিল করিতে হইবে, অতঃপর ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিতে হইবে।

০৭. প্রথম দফায় মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম যাহাই হউক না কেন উহার সমপরিমাণ টাকার জন্য ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধনকৃত বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিতে হইবে। তবে, বন্ধকী দলিলে যে মূল্য উল্লেখ করা হইবে তাহা সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রযোজ্য সিলিং (৪০%/৫০%) এর অধিক হইবে না। বন্ধকী দলিল রেজিস্ট্রেশনের পর মূল বন্ধকী দলিল অথবা মূল দলিল পাওয়া না গেলে দলিল রেজিস্ট্রেশনের মূল রসিদ সহ দলিলের সার্টিফাইড কপি ব্যাংকে দাখিল করিতে হইবে। পরবর্তীতে সকল মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সমবন্ধকী দলিল সম্পাদন করিতে হইবে।

০৮. অগ্রিম উত্তোলনের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উহা সদ্যবহার করিয়া প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ ব্যাংককে অবহিত করিতে হইবে। বার্থতায় মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৩(তিন) মাসের মধ্যে পুঞ্জীভূত সুদ সহ অগ্রিমের সমুদয় অর্থ ব্যাংকের নিকট ফেরত দিতে হইবে। অন্যথায় অগ্রিম সদ্যবহারের জন্য নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরের দিন হইতে সমুদয় অগ্রিমের উপর ব্যাংক রেটের দ্বিগুণ হার এবং প্রচলিত সাধারণ ঋণের সুদের হার এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম হইবে সেই হারে সুদ আরোপ করা হইবে এবং ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে আর কোন গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরী প্রদান করা হইবে না।

০৯. সকল প্রকার নির্মাণকাজ অবশ্যই স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা মোতাবেক হইতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অগ্রিম গ্রহীতাকেই বহন করিতে হইবে।

১১. মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের মাসিক কর্তনযোগ্য কিস্তির পরিমাণ হইবে প্রাপ্য অগ্রিম সীমা (এমসিএল) পর্যন্ত প্রতি লক্ষ টাকার ০.৩% হারে ----- টাকা যাহা তাহার মাসিক বেতন হইতে উত্তোলনের ১৮(আঠার)/১২(বার) মাস পর হইতে কার্যকর হইবে।

১২. অগ্রিমের মেয়াদকাল হইবে স্বাভাবিক নিয়মে অগ্রিম গ্রহীতার চাকুরীর অবসর গ্রহণের মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ----- ইং পর্যন্ত।
১৩. পদত্যাগ করিলে কিস্তি বলবৎ থাকিবে না বিধায় প্রদত্ত অগ্রিমের টাকা সুদাসলে এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে। চাকুরী লিয়েনে থাকাবস্থায় কিস্তি পরিশোধ অব্যাহত থাকিবে।
১৪. অগ্রিমের বিপরীতে সুদ ও অন্যান্য পাওনা সহ প্রদত্ত অগ্রিমের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত ব্যাংকের নিকট বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রি, হস্তান্তর, পরিবর্তন বা দায়বদ্ধ করা যাইবে না।
১৫. প্রদত্ত অগ্রিম আদায়ের সহিত জড়িত কিংবা এতদকারণে উদ্ভূত যাবতীয় খরচ এবং মাসুল সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকেই বহন করিতে হইবে।
১৬. প্রদত্ত অগ্রিমের টাকা সুদাসলে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হইবার পর বন্ধকী সম্পত্তি বিমুক্ত হইবে।
১৭. অগ্রিমের উপর বার্ষিক শতকরা ব্যাংক রেট হারে সরল সুদ আরোপিত হইবে।
১৮. মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম ব্যবহারের মেয়াদ মঞ্জুরীর তারিখ হইতে ১(এক) বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।
১৯. উপরোলিখিত শর্তসমূহ ছাড়াও গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের ক্ষেত্রে বর্তমানে বলবৎ এবং ভবিষ্যতে পরিবর্তনীয় সকল প্রকার নিয়মাচার এই ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে।

অনুমোদনক্রমে

সংশ্লিষ্ট কর্মচারী

(-----)

পদবী

অনুলিপিঃ

- ১।
২।
৩।

